# অস্পৃশ্যকে স্পর্শদান

*(Touching the Untouchable)*

## লূক ৫ অধ্যায় ১২-১৬ পদ

নাসরতের সমাজগৃহে যিশাইয় ৬১ অধ্যায় থেকে পাঠ ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে যীশু ঘোষণা করেছেন, তিনিই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। কিন্তু কেবল ঘোষণা নয়, সেই ঘোষণার সত্যতার পক্ষে তিনি একের পর এক সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। মশীহ হওয়ায় কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব এমন অলৌকিক কাজ তিনি সাধন করছেন। যীশুর সেই সমস্ত অলৌকিক কাজের প্রতিনিধি হিসাবে লূক কয়েকটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছে. এর আগে আমরা দেখেছি, তিনি কফরনাহূমের সমাজগৃহে ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করছেন, শিমোন পিতরের শাশুড়ীর ভীষণ জ্বরকে ধমক দিয়ে দূর করেছেন, কফরনাহূম নগরের বিভিন্ন রোগিকে ও ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেছেন, এমনকী প্রকৃতির উপরও তাঁর ক্ষমতার ফলস্বরূপ গালীল হ্রদের বিস্তর মাছের ঝাঁককে পিতরের জালে ধরা পড়তে তিনি বাধ্য করেছেন।

আজ আমরা মশীহ হিসাবে তাঁর আরও একটি অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছি। তিনি সেই সর্বশক্তিমান চিকিৎসক, যিনি মানুষের দূরারোগ্য রোগকেও সুস্থ করেন– কুষ্ঠরোগিও তাঁর কথায় সুস্থ হয়। আসুন, তাঁর দ্বারা সেই কুষ্ঠরোগির সুস্থ হওয়ার সেদিনের সেই ঘটনাকে ভালো করে উপলব্ধি করি।

**১। কুষ্ঠরোগির শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা :** যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে, অনেক কুষ্ঠরোগি এই পৃথিবীর মাটিতে ছিল। তাই, সমস্ত মানুষ এই রোগের বিষয় ভালো করে জানত। আজ আমরা যদিও পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এখনও এই রোগে রোগিদের দেখতে পাই, আমাদের বেশির ভাগ লোক কিন্তু এই রোগে রোগিদের নিজের চোখে দেখিনি। কুষ্ঠরোগ ছিল এমন একটি মারাত্মক চর্মরোগ, যা মানুষদের ভয়ঙ্করভাবে দুর্বল করে দিত। প্রথমে শরীরের কোনও স্থানে লাল রংয়ের ক্ষত বা ফোড়া দিয়ে এই চর্মরোগ শুরু হত, যা দিয়ে রস বা পুঁজ পড়তে শুরু করত। ওই সমস্ত ক্ষতস্থানে অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হত। সেগুলি এতো যন্ত্রণাদায়ক ছিল যে, স্নান করতেও ইচ্ছা হত না। ক্রমে ক্রমে ওই সমস্ত ক্ষতস্থানের মাংস পঁচতে শুরু করত, ফলস্বরূপ, ওই সমস্ত অঙ্গের স্নায়ূরা অকেজো হয়ে পড়ত। যার ফলে শরীরের ওই সমস্ত অঙ্গ পোকা বা ইঁদুরে কুড়ে কুড়ে খেলেও, বা আগুনে পুড়ে গেলেও, বা কাটা পড়লেও কোনও উপলব্ধি থাকত না। এমন যন্ত্রণা নিয়ে এই রোগে রোগিরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকত। প্রচীন কালের বিভিন্ন লেখা থেকে আমরা জানতে পাই যে, ২০ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে কুষ্ঠরোগি কষ্ট পেয়েছে, যখন তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিকৃত আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে তাদের হাত ও পায়ের আঙুল, মুখ, চোখ, কপাল বিকৃত আকার ধারণ করত।

কিন্তু কেবল শারিরীক কষ্ট নয়, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল মানসিক যন্ত্রণা। কারণ অনেক মানুষের মধ্যে এই মিথ্যা চিন্তা ছিল যে, এই রোগ ছিল তাদের নির্দেষ্ট পাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ। ফলস্বরূপ, যখন তাদের জীবনে অন্যদের কাছ থেকে দয়া ও করুণা লাভ করার কথা, তখন তার পরিবর্তে তারা তাদের কাছ থেকে ঘৃণা ও অত্যাচার লাভ করত। অবশ্য বাইবেলে আমরা এমন কয়েকজনকে পাই, যাদের জীবনে কুষ্ঠরোগ তাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের বিচার হিসাবে নেমে এসেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মোশির বোন মরিয়ম (গণনা ১২:১০), এবং দক্ষিন যিহূদারাজ উষিয় (২বংশা ২৬:২১)। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত কুষ্ঠরোগিই তাদের নির্দিষ্ট পাপের ফলস্বরূপ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তথাপি, কিছু নিষ্ঠুর, বিচার-প্রবন, ভালোবাসাহীন ধর্মীয় নেতা ঘোষণা করেছিল যে সমস্ত কুষ্ঠরোগই ঈশ্বরের বিচারের প্রকাশ; এখন ঈশ্বর যাদের এইভাবে অভিশাপ দিয়েছেন, মানুষ কীভাবে তাদের দয়া বা সেবা করতে পারে। সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা এমন বিকৃত শিক্ষার ফলস্বরূপ, কুষ্ঠরোগিদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছিল।

ধরুন, আমি কুষ্ঠরোগি, আমার স্ত্রীও কুষ্ঠরোগি। কিছুদিন পরে দেখা গেল, আমাদের সন্তানরাও



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কুষ্ঠরোগি। তখনকার দিনে এই সমস্ত রোগিদের সনাক্ত করতে বিশেষ পরীক্ষা ছিল। আর যখন দেখা গেল আমরা এই রোগে রোগি, তখন আমাদেরকে লোকালয় ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত, অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ও যোগাযোগও সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হত। আজ আমরা যে সমস্ত বিষয় অবধারিত বলে মনে করে থাকি, সেই সমস্ত বিষয় থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হত, যেমন ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে আরাধনায় যোগদান, বন্ধুদের সঙ্গে আহার সহভাগিতা, এক স্থান থেকে অন্যত্র স্বাধীনভাবে ভ্রমন। এইভাবে, তাদেরকে সমাজচ্যুত বা একঘরে করা হত। তাদেরকে শিবির থেকে বাইরে, নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হত। অন্যদের থেকে দূরে থাকার কারণে তারা কোনও কাজও করতে পারত না। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের পরিবার বা আত্মীয়রা এসে তাদের জন্য অর্থ, খাবার, বা প্রয়োজনীয় বস্তু রেখে যেত, পরে কুষ্ঠরোগিরা সেখানে এসে সেই সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করত। তারা কখনও একে অন্যের কাছে আসত না। ফলস্বরূপ, কুষ্ঠরোগিরা তাদের পরিবার ও আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন একাকী জীবনযাপন করত। অন্য কুষ্ঠরোগিদের সঙ্গে দলবেঁধে, দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ অবস্থায়, মাসের পর মাস স্নান না করে, এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে তারা বাস করত। লেবীয় ১৩:৪৫-৪৬ পদে বলা হয়েছে, ***"আর যে কুষ্ঠীর ঘা হয়েছে, তার কাপড় চেরা যাবে, ও তার মাথা নেড়া করা হবে, সে নিজের ঠোঁট কাপড় দিয়ে ঢেকে 'অশুচি, অশুচি' এই কথা বলবে। যতদিন তার গায়ে ঘা থকবে, ততদিন সে অশুচি থাকবে; সে অশুচি, সে একা বাস করবে, শিবিরের বাইরে তার বাসস্থান হবে।"*** অর্থাৎ, জীবিত থেকেও তারা মৃতদের ন্যায় জীবন যাপন করত। এই রোগকে আমরা *AIDS, Ebola, West Nile Virus, Bubonic Plague, Black Death,* প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তাদের উপস্থিতির কথা অন্যকে জানাতে 'অশুচি, অশুচি' বলে চীৎকার তাদের করতে হত। আর সেই চীৎকার শুনে সবাই ভয়ে পালাত। কেবল তাই নয়, প্রচীনকালের বিভিন্ন লেখা থেকে আমরা জানি যে, সুস্থ-স্বাভাবিক লোকেরা তাদের দেখতে পেলে, তাদেরকে দূর করতে তাদের লক্ষ্য করে পাথর পর্যন্ত ছুঁড়ত। সহজ কথায়, তারা এক ভয়ঙ্কর নিরাশার জীবন যাপন করত, তাদের জীবনে কোনও আশার আলো ছিল না।

**২। যীশুর সঙ্গে এক কুষ্ঠরোগির সাক্ষাৎ :** তাদের বিষয় এই সমস্ত কথা জানার পর, আমরা যখন তাদের প্রতি যীশুর আচরণ দেখি, তখন আমরা সকলে অবাক হতে বাধ্য হই। ৫:১২ পদে চিকিৎসক লূক লিখেছে, ***"একদা তিনি (যীশু) কোনও নগরে আছেন, এমন সময়, একজন সর্বাঙ্গকুষ্ঠ, সে যীশুকে দেখে উবুড় হয়ে পড়ে বিনতিপূর্বক বলল, 'প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করতে পারেন'।"*** এই ঘটনা কখন এবং কোথায় ঘটেছিল, সে বিষয়ে লূক আমাদের স্পষ্ট করে বলেনি। তথাপি, ধরা যেতে পারে, গালীল প্রদেশের লোকালয় থেকে একটু দূরে কোনও নির্জন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছিল, যেহেতু কুষ্ঠরোগিরা এমন জায়গায় থাকতে বাধ্য ছিল। যদিও তারা অন্য মানুষদের থেকে নিজেদের দূরে রাখতে বাধ্য ছিল, তথাপি আমরা এই রোগির মধ্যে সেই চরম ইচ্ছাকে দেখতে পাচ্ছি, যা তাকে সেই নিষেধ অমান্য করে যীশুর কাছে আসতে সাহস যুগিয়েছিল। ধরা যেতে পারে, যীশুর কাছে তাকে আসতে দেখে, অন্য মানুষরা তার প্রতি কী আচরণ করেছিল? অনেকে হয়ত পালিয়ে গেছিল, কেউ হয়ত তাকে ঈশ্বরের নামে অভিশাপ দিয়েছিল, কেউ হয়ত সেই স্থান ত্যাগ করতে তাকে আদেশ করেছিল, কেউ বা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছিল। লূক ১৭:১২ পদে, যীশুর সঙ্গে দশজন কুষ্ঠীর সাক্ষাতকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তারা দূরে দাঁড়াল।"*** হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তারা সুস্থ লোকদের থেকে নিজেদের দূরে রাখত। কিন্তু এই কুষ্ঠরোগি যীশুর কাছে আসতে মরিয়া। তা দেখে, আমরা যেন এমন কথা না ভাবি যে, তার কুষ্ঠরোগ তেমন মারাত্মক না হওয়ায়, সে এমন কাজ করতে পেরেছিল। না, তা সত্যি নয়। কারণ স্বয়ং চিকিৎসক লূকের বর্ণনানুসারে, সে ছিল ***সর্বাঙ্গকুষ্ঠি***। যার অর্থ, তার শরীরের সর্বত্র কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়েছিল– তার কানে, নাকে, চোখের পাতায়, ঠোঁটে, আঙুলে, মুখে, সর্বত্র। অর্থাৎ, তার সেই রোগ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

যীশুকে দেখে, সে যীশুর সামনে হাঁটু গেড়ে (মার্ক


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

১:৪০), ***উবুড় হয়ে পড়েছিল***। যার দ্বারা তার চরম নম্রতা, ভয়ভাবনাহীন পদক্ষেপ, এবং যীশুর প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন ফুটে উঠেছে। তার পক্ষে এইভাবে উবুড় হয়ে পড়া সহজ কাজ ছিল না। কারণ, হাতে-পায়ে আঙুল না থাকায়, তাকে হয়ত প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এই কাজ করতে হয়েছিল। এইভাবে, সে যখন যীশুর পায়ের সামনে উবুড় হয়ে পড়েছিল, যীশুর সামনে প্রণিপাত করেছিল, তখন সে তার দ্বারা যীশুর আরাধনাই করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হল, যীশুর দ্বারা সুস্থ হবার পূর্বেই সে যীশুর আরাধনা করেছে। আমরা তার জায়গায় হলে, হয়ত যীশুকে এমন কথা বলতাম, *'আপনি যদি আমাকে সুস্থ করেন, তাহলে আমি আপনার আরাধনা করব।'* কিন্তু এই লোকটি তার আচরণের দ্বারা এমন কথা বলেছে, *'আপনি আমাকে সুস্থ করেন বা না করেন, আমি আপনার আরাধনা করি, কারণ আপনি সেই আরাধনা পাবার যোগ্য।'* যীশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন?

ধরা যেতে পারে, এই লোকটি অন্যদের কাছ থেকে যীশুর বিষয় শুনেছে যে, যীশু অনেক অসুস্থকে সুস্থ করেছেন। সেই কথা শুনে যীশুই যে খ্রীস্ট, তা সে বিশ্বাস করেছে, আর তাই সে যীশুর দ্বারা সুস্থ হতে মরিয়া হয়ে এসেছে। সেই ইচ্ছানুসারে, সে যীশুর কাছে বিনতি করেছে, অর্থাৎ যীশুর কাছে প্রার্থনা করেছে। আজ বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাই করি না; কারণ, আমরা মনে করি আমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারি, কিংবা আমরা এখনও তেমন সঙ্কটের সম্মুখীন হইনি। কিন্তু এই ব্যক্তি জানে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া তার জীবনে কোনও আশা নেই, তাই সে মরিয়া হয়ে যীশুর কাছে তার প্রার্থনা বা ভিক্ষা রেখেছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, সে যীশুকে ***"প্রভু"*** বলে সম্মোধন করেছে। এই সম্মোধনের দ্বারা যীশুকে কেবল একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলে নয়, কিন্তু যীশুকে ***'মশীহ'*** বা ***'খ্রীস্ট'*** বলে স্বীকার করেছে। কারণ, যে কোনও সম্মানিত ব্যক্তির কাছে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হবার আকাঙ্ক্ষার কথা বলা সম্ভব নয়। সে যীশুকে তার ঈশ্বর রূপে চিনেছে, তাই তাঁর সামনে প্রণিপাত করেছে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলেছে, ***"যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করতে পারেন।"*** এই কথার দ্বারা সে এমন কথা বলতে চেয়েছে, *"আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার আরাধনা করি। আপনি আমাকে সুস্থ করার ক্ষমতার অধিকারী। আমি যদিও সেই সুস্থতা লাভে যোগ্য নই, এবং আপনি যদিও আমাকে সুস্থ করতে বাধ্য নন, তথাপি আমাকে সুস্থ করতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।"* এ হল বিশ্বাসে নম্র প্রার্থনার একটি নিদর্শন। সে তাকে সুস্থ করতে যীশুর কাছে দাবি করেনি (সে যোগ্যতা তার এবং আমাদের কারুরই নেই), কিংবা কী করতে হবে, সে বিষয়ে যীশুকে নির্দেশনাও দেয়নি। আজ আমরা কোন্ মনোভাবে যীশুর কাছে প্রার্থনা করি? আমাদের মনোমত উত্তর না পেয়ে, আমরা কি এমন মনোভাব প্রদর্শন করি না যে, যদিও তিনি সুস্থ করতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু তা না করে, তিনি মহা অন্যায় করেছেন?

**৩। যীশু সেই অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করলেন :** সমাজের দৃষ্টিতে যে ছিল অস্পৃশ্য, যাকে সবাই দূর দূর করত, সেই কুষ্ঠরোগির প্রতি যীশু কেমন ব্যবহার করলেন? ১৩ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিকৃত হও; আর তখনই তার কুষ্ঠ চলে গেল।"*** বিশ্রামবার সংক্রান্ত বিষয়ে, যেখানে তিনি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন, সেখানে যীশু যেমন পর্ব-সংক্রান্ত বিধির *(ceremonial laws)* উপরে প্রেম ও করুণার বিধিকে স্থান দিয়েছেন; এখানেও আমরা যীশুকে একই কাজ করতে দেখতে পাই। পর্ব-সংক্রান্ত বিধি অনুসারে, যীশু একজন কুষ্ঠরোগিকে স্পর্শ করতে পারতেন না। কিন্তু যীশু তাঁর হাত বাড়য়ে তাকে স্পর্শ করেছিলেন, কারণ তার প্রতি তাঁর প্রেম ও দয়া, তা তাঁকে করতে বাধ্য করেছিল। হতে পারে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সে কোনও মানুষের স্পর্শ লাভ করেনি। সর্বাঙ্গকুষ্ঠী হওয়ায় সে একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। যার অর্থ অনেক বৎসর যাবৎ সে সেই কষ্ট ভোগ করছিল। এই দীর্ঘ বৎসরগুলি সে তার পরিবার, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, কারুরই সান্নিধ্য বা স্পর্শ পায়নি। যীশু তা জানেন। আর তাই, যীশু তাকে সেই স্পর্শ দিতেও দ্বিধা করেননি।

যীশু সেই কুষ্ঠরোগিকে দেখে একটু দূর থেকে এমন



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কথা বলতে পারতেন, *"তুমি সুস্থ হও।"* আর সেই কথায় সে সুস্থও হত। তাকে সুস্থ করার জন্য যীশুর তাকে স্পর্শ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমরা যীশুকে কী করতে দেখছি? যীশুর সামনে এসে সেই কুষ্ঠরোগি যখন তাঁকে প্রণাম করেছে ও তাকে সুস্থ করার জন্য বিনতি করেছে, তখন যীশু সেই ভিড়ের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের সামনে, তাঁর অনুসরণকারীদের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর শিক্ষাদান থামিয়েছেন, প্রশ্নের উত্তরদান থামিয়েছেন, তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ এই লোকটির প্রতি দিয়েছেন। তার দিকে এগিয়ে গেছেন, তাকে স্পর্শ করেছেন। হ্যাঁ, যীশু সেই অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করেছেন। আর সেই স্পর্শের দ্বারা, যীশু তার প্রতি তাঁর স্নেহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, সকলের সামনে তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন, বন্ধু হয়ে যীশু তার এতোদিনের একাকীত্ব দূর করেছেন।

খ্রীস্টের দেহ হিসাবে আজ মণ্ডলীর বিশ্বাসী আমরা কি যীশুর সেই ব্যবহার অন্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি? আমাদের চারপাশে অনেক মর্মাহত, বেপরোয়া, অভাবী, অসুস্থ মানুষ আছেন। আমরা কি তাদের প্রতি যীশুর অনুসরণে দয়া, উৎসাহ, সাহস, আশীর্বাদ প্রদর্শন করে থাকি? না কি, তারা যখন আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসে, তখন আমরা জগতের অনুসরণে তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করি? তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি? তাদের হেয় করি, তুচ্ছজ্ঞান করি? তাদের যোগ্যতা বিচার করি?

তাকে স্পর্শ করে যীশু বললেন, ***"আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিকৃত হও।"*** মশীহ হিসাবে তাঁর সেই ক্ষমতাপূর্ণ বাক্য অনুসারে কাজ হল: ***"তখনই তার কুষ্ঠ চলে গেল"*** (১৩ পদ)। তার চামড়া সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়েছিল। অর্থাৎ, যীশুর দ্বারা সে সম্পূর্ণ ও তৎক্ষণাৎ সুস্থতা লাভ করল। তার সুস্থ হতে সময় লাগেনি, কিংবা ধাপে ধাপে সে সুস্থ হয়নি। মশীহ হিসাবে যীশুর অলৌকিক ক্ষমতা তাকে এই সুস্থতা দিয়েছিল, তা চিকিৎসা বিদ্যার নিয়ম অনুসারে কাজ করে না।

**৪। সেই কুষ্ঠরোগির প্রতি যীশুর আদেশ :** ১৪ পদে আমরা সেই কুষ্ঠরোগির প্রতি যীশুর দুটি আদেশের কথা পাই। (১) ***এই কথা কাউকেও বোলো না,*** (২) ***যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও, এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোমার শুচিকরণ সম্বন্ধে মোশির আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।*** ১৫ পদ এবং মার্ক ১:৪৫ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর প্রথম আদেশ পালন করা হয়নি। এই কুষ্ঠরোগি সুস্থ হয়ে ***বাইরে গিয়ে এমন প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে, যীশু আর প্রকাশ্যে কোনও নগরে প্রবেশ করতে পারলেন না*** (মার্ক ১:৪৫)। আমরা সবাই বিপরীত কাজ করতে ভালোবাসি। যীশু তাকে তাঁর কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন, সে সবাইকে সেই কথা বলল। অন্যদিকে, দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর যীশু সবাইকে তাঁর কথা বলতে বললেন, কিন্তু আমরা কাউকে তাঁর কথা বলি না।

অন্যদিকে, পর্ব-সংক্রান্ত বিধি যখন প্রেম ও দয়ার বিধির সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরী করেনি, তখন কিন্তু যীশু তা পালন করেছেন। আর তাই যীশু তাঁর দ্বিতীয় আদেশে তাকে লেবীয় ১৪ অধ্যায় মেনে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাতে ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে বলেছেন। যাজক তাকে দেখে তার সুস্থতার বিষয় শংসাপত্র দিবে, যার ফলস্বরূপ সে পুনরায় সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারবে। লেবীয় ১৪ অধ্যায় অনুসারে, তাকে দুটি শুচি জীবিত পাখি আনতে হত, যাদের মধ্যে একটিকে হত্যা করা হত এবং তার রক্তে অন্য পাখিটি ডুবিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। হত পাখিটির রক্ত সেই কুষ্ঠরোগির উপরও সাতবার ছিটানো হত এবং যাজক তাকে সুস্থ বলে ঘোষণা করত। সেই পাখির রক্তপাত ছিল আগত মশীহের আগমন, এবং আমাদের পাপের পরিবর্তে ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর ছায়া; এবং অন্য পাখিটি (যাকে ছেড়ে দেওয়া হত) ছিল মশীহ যে আমাদের সমস্ত পাপ নিয়ে নেবেন, তার ছায়া।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, এর দ্বারা যাজকরাও একদিকে জানতে পারবে যে, যীশুর ক্ষমতা ও প্রেম সেই ব্যক্তির দূরারোগ্য কুষ্ঠ সুস্থ করেছে; এবং অন্যদিকে, তারা আরও জানবে যে, যীশু যদিও তাদের পরম্পরাকে আক্রমণ করেন, তিনি কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র বিধি পালন করে থাকেন।


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

**৫। যীশু আমাদের শুচি করেন :** এই ঘটনার ২,০০০ বৎসর পর আমরা যখন এই ঘটনার কথা পাঠ করছি, তখন একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, আমরা যেন কেবল এই কথা না বলি: *‘যীশু সেই ব্যক্তির প্রতি সেদিন যা করেছিলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর।’* তাহলে আজ আমরা আমাদের জীবনে এর গুরুত্বকে অবহেলা করব। বাইবেলে ঈশ্বর অনেক সময় শারিরীক সুস্থতার মাধ্যমে আমাদের আত্মিক সত্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যিশাইয় ১:৪-৬ পদে শারিরীক ক্ষতের উপমার দ্বারা ইস্রায়েলের পাপকে বর্ণনা করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগের ন্যায় (লেবীয় ১৩:৩) পাপও গভীর , কেবল উপরে উপরে ব্যবস্থা নিয়ে কোনও লাভ হয় না (যিরমিয় ৬:১৪)। কুষ্ঠরোগের ন্যায় (লেবীয় ১৩:৭-৮) পাপও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং যখন তা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা সমস্ত অঞ্চলকে দূষিত ও কলুষিত করে (লেবীয় ১৩:৪৪-৪৫)। কুষ্ঠরোগের ন্যায় পাপও এক দূরারোগ্য ব্যধির ন্যায়। কুষ্ঠরোগিরা যেমন শিবির থেকে বাইরে থাকতে বাধ্য হত, পাপও আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী করে। উভয়েই আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বাইবেল বলে, আমরা সাবই পাপী, আমরা প্রত্যেকে কুষ্ঠরোগির ন্যায় পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছি। কিছু করার নেই, বাইবেল বলছে, এই পৃথিবী হল কুষ্ঠরোগিদের কলোনি। আমরা যখন নিজেদের কুষ্ঠরোগির ন্যায় পাপী বলে স্বীকার করি, তখন আমাদের উচিৎ, ‘অশুচি, অশুচি’ বলে চীৎকার করা। আমাদের চুরি, মিথ্যাকথা, ব্যভিচার, প্রতারনা, বিশ্বাসঘাতকতা সবই এর সামিল।

তাই ঈশ্বর নিজে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন, মানুষ হয়ে আমাদের মধ্যে দিন কাটালেন। কুষ্ঠরোগ দেখে যেমন আমরা আঁতকে উঠি, ঠিক তেমনই, আমাদের পাপ দেখে যীশুও আঁতকে উঠেছিলেন, কষ্ট পেয়েছিলেন। তথাপি তিনি আমাদের স্পর্শ করেলেন। সেই কুষ্ঠরোগিকে স্পর্শ করে যীশু নিজে যেমন অশুচি হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই, ***“তিনি আমাদের ‘পাপভার তুলে নিয়ে’ নিজ দেহে কাঠের উপর বহন করলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরে ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই”*** (১পিতর ২:২৪)। পৌল আরও লিখেছে, ***“যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই”*** (২করিন্থীয় ৫:২১)। যীশুর ইচ্ছাই হল তাঁর মনোনীতদের পরিত্রাণ (১তীমথিয় ২:৪; ২পিতর ৩:৯), তার জন্য তিনি সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন (ইব্রীয় ৭:২৫), তা তিনি আজও করে চলেছেন (২করিন্থীয় ৬:২)।

এই সত্য যদি আমরা উপলব্ধি করে থাকি, আমাদের মধ্যে যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, তারা জানি যে তিনি আমাদের পাপ নিয়ে নিয়েছেন। আমাদের পাপের শাস্তি তিনি গ্রহণ করেছেন, আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাই, খ্রীস্টে আমরা ধার্মিক; আমরা আর চোর নই, মদ্যাসক্ত নই, নেশাগ্রস্ত নই, ব্যভিচারী নই। আমরা আগে তা করেছি, কিন্তু খ্রীস্ট আমাদের শুচি করেছেন। তাই, আমরা তাঁর কথা শুনি, পালন করি, তাঁর সেবা করি, তাঁতে পথ চলি। অন্যদিকে, আমাদের মধ্যে যারা এখনও তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করিনি, তাদের জন্য তিনি আজ এই সুযোগ উপস্থিত করেছেন, যেন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, সেই পাপ থেকে উদ্ধার লাভে আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করি ও যীশুতে আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সেই পাপের ক্ষমা লাভ করি। তাঁর সন্তান আমাদের তিনি ভালোবাসেন। আমরা যতই নোংরা হই না কেন, তিনি আমাদের ভালোবাসেন, স্পর্শ করেন ও পাপ থেকে উদ্ধার করেন।


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com